প্রযুক্তিবিদ্যা

এপ্রিল-২০২২

Powered by:
Owlspro START WITH TRENDS | TechEdu360
www.pb.techedu360.com

কিছু কথা...

TechEdu360 থেকে প্রকাশিত মাসিক ই-ম্যাগাজিন **"প্রযুক্তিবিদ্যা"** মূলত Owlpro কোম্পানির একটি প্রকল্প যার সম্পুর্ন ব্যবস্থাপনায় Owlspro টিম নিয়জিত।

যখন কেউ কোনো ঘটনা সম্পর্কে জানার অথবা বুঝার চেষ্টা করে তখন তাকে তারিখ এবং স্থান এত বেশি শুনতে হয় যে পরবর্তীতে সে উক্ত ঘটনা বা ইতিহাসটি জানার উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। মূলত TechEdu360 টিমের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সহজভাবে প্রদর্শন করা, যাতে বাংলাভাষী মানুষের কাছে যেকোনো তথ্য জানার ইচ্ছা আরও বৃদ্ধি হয়।

যদি আপনি একজন ভাল লেখক হোন অথবা ইতিহাসবিদ বা ভাষাবিদ হোন তাহলে আপনার লেখা অন্তত একটি পান্ডুলিপি আমাদের কাছে পাঠাতে পারেন আমাদের ই-মেইলে। (projuktibidda@techedu360.com). আমরা অবশ্যই আপনার পান্ডুলিপি আমাদের মাসিক ই-ম্যাগাজিন **"প্রযুক্তিবিদ্যা"** তুলে ধরার সম্পুর্ন চেষ্টা করবো।

"প্রযুক্তিবিদ্যা" হলো প্রযুক্তি ও শিক্ষা ভিত্তিক একটি ই-ম্যাগাজিন। ডিজিটাল দুনিয়ার সাথে তাল মিলিয়ে আমরাও হয়ে উঠেছি ডিজিটাল আর তাই ম্যাগাজিনকে নিয়ে এসেছি আপনার পকেটের মধ্যে।

আমাদের এই ই-ম্যাগাজিনটি আপনি যত ইচ্ছা ততবার ডাউনলোড করতে পারবেন এবং পৃথিবীর যে কোন জায়গা থেকে পড়তে পারবেন, তাছাড়া আমাদের ম্যাগাজিনটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে।

Powered by:

Owlspro START WITH TRENDS | TechEdu360

এইবারের সংখ্যায় যা যা থাকছে.....

প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান

- উইন্ডোজে ম্যালওয়্যার হামলা ঠেকাবেন যেভাবে..... ০১
- গুগলে উড়ছে বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা..... ০৩
- ফেসবুকের তথ্য চুরি করছিল কার্টুন অ্যাপ..... ০৪
- ২ গিগাবাইট ফাইল পাঠানো যাবে হোয়াটসঅ্যাপে..... ০৫
- রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধঃ হাইপারসোনিক মিসাইল..... ০৬
- প্রথমবারের মতো ই-সিম নিয়ে এলো গ্রামীণফোন..... ০৭

শিক্ষা

- ফিবোনাচ্চি দিয়ে গেলেন । গণিত ইশকুল..... ০৮
- বরেণ্য শিক্ষাবিদেরা উপাচার্য হতে আগ্রহী হন না..... ১১
- রোজায় ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত ক্লাস চলবে স্কুল কলেজে..... ১৪

ব্যবসা-বাণিজ্য

- পাম তেলের দাম কমলো লিটারে ৩ টাকা..... ১৬
- যমুনা ব্যাংকের লেনদেন বন্ধ থাকবে ৬ দিন..... ১৭
- স্কটল্যান্ডের জাদুঘরে বাংলাদেশের ফোন..... ১৮
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয় চায় আরও পেঁয়াজ আমদানি হোক..... ২০
- খুচরা ব্যবসার জন্য এশিয়ার ওপর নির্ভর করবে রাশিয়া..... ২২

উইন্ডোজে ম্যালওয়্যার হামলা ঠেকাবেন যেভাবে

র‍্যানসমওয়্যার ম্যালওয়্যারের সাহায্যে যেকোনো কম্পিউটারে থাকা গুরুত্বপূর্ণ ফাইল এনক্রিপ্টেড করে ব্যবহারের অনুপযোগী করে ফেলে সাইবার অপরাধীরা। এসব ফাইল ফিরে পেতে অর্থও দাবি করে। দাবি পূরণ করলেই কেবল ফাইলগুলো ব্যবহারের সুযোগ মেলে। আর তাই র‍্যানসমওয়্যার ম্যালওয়্যার থেকে ব্যবহারকারীদের রক্ষার জন্য উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমেই বিল্ট-ইন র‍্যানসমওয়্যার সুরক্ষা সিকিউরিটি অ্যাপ যুক্ত করেছে মাইক্রোসফট।

র‍্যানসমওয়্যার ম্যালওয়্যার থেকে রক্ষা পেতে প্রথমে উইন্ডোজের স্টার্ট মেনুতে Windows Security লিখুন। এবার সার্চের তালিকায় থাকা উইন্ডোজ সিকিউরিটি অ্যাপ নির্বাচন করে Virus and threat protection অপশনে ক্লিক করতে হবে। এবার পর্দার শেষের দিকে থাকা Ransomware protection-এর নিচে Manage ransomware protection লিংকে ক্লিক করতে হবে। এখান থেকে Controlled folder access অপশন চালু করলে অপরিচিত কোনো অ্যাপ আপনার ফাইল, ছবি, ভিডিও বা মিউজিক ফোল্ডারে কোনো পরিবর্তন করতে পারবে না। ফলে, কম্পিউটারে র‍্যানসমওয়্যার ম্যালওয়্যার ছড়িয়ে পড়লেও

দরকারি তথ্য নিরাপদে থাকবে।

Controlled folder access চালু করলেই Block history, Protected folders Allow an app through Controlled folder access নামের তিনটা অপশন দেখা যাবে।

ব্লক হিস্ট্রি: ব্লক হিস্ট্রিতে গেলেই দেখা যাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্লক করা অ্যাপের তালিকা। পাশাপাশি কোন অ্যাপগুলো সম্প্রতি কম্পিউটারের ফাইল পরিবর্তনের চেষ্টা করেছে, তা-ও জানা যাবে।

প্রোটেক্টেড ফোল্ডারস: আপনি যদি র‍্যানসমওয়্যার ম্যালওয়্যারের হামলা থেকে ডেস্কটপ ফোল্ডার (যা ডিফল্টভাবে সুরক্ষিত নয়) রক্ষা করতে চান, তবে Protected folders ব্যবহার করতে হবে। এ জন্য অপশনটিতে প্রবেশের পর Add a protected folder থেকে ডেস্কটপ ফোল্ডার নির্বাচনের পর Select Folder–এ ক্লিক করতে হবে।

অ্যাপকে অনুমতি: র‍্যানসমওয়্যার সুরক্ষা চালুর পর যদি মনে হয় কোনো অ্যাপ ব্যবহার করতে পারছেন না, তবে অ্যাপটি ব্যবহারের জন্য আপনাকেই অনুমতি দিতে হবে। এ জন্য Ransomware protection পেজে গিয়ে Allow an app through Controlled folder access নির্বাচন করুন। এবার Add an allowed app বাটনে ক্লিক করলে Recently blocked apps অপশনে ব্লক করা অ্যাপের তালিকা দেখা যাবে। আপনার প্রয়োজনীয় অ্যাপের পাশে থাকা প্লাস বাটনে ক্লিক করলেই সেটি ব্যবহারের জন্য অনুমতি পেয়ে যাবে।

গুগলে উড়ছে বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস। বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে শুভেচ্ছা জানাতে নিজেদের হোম পেজে বিশেষ ডুডল প্রকাশ করেছে গুগল। লাল-সবুজে ঘেরা অ্যানিমেশন করা ডুডলটিতে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উড়তে দেখা যাচ্ছে। নীল আকাশে ভেসে বেড়ানো সাদা মেঘের পটভূমিতে তৈরি ডুডলটির ওপর কারসর রাখলেই দেখা যাচ্ছে, 'বাংলাদেশ ইনডিপেনডেন্স ডে ২০২২'।

ডুডলের ওপর ক্লিক করলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসসম্পর্কিত সার্চ পেজে নিয়ে যাচ্ছে গুগল। পেজটিতে প্রবেশ করার পরপরই স্বয়ংক্রিয়ভাবে কম্পিউটারের পর্দায় দেখা যাচ্ছে আতশবাজির মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের দৃশ্য। মনোমুগ্ধকর এ আতশবাজির মাধ্যমে লাল-সবুজের পতাকাও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

গুগলের ডুডলটি শুধু বাংলাদেশ থেকেই দেখা যাচ্ছে। ২০১৩ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে প্রথমবার ডুডল প্রদর্শন করেছিল গুগল কর্তৃপক্ষ। বেশ কয়েক বছর ধরেই স্বাধীনতা দিবসসহ বাংলাদেশের বিশেষ দিনগুলোয় ডুডল প্রকাশ করছে গুগল।

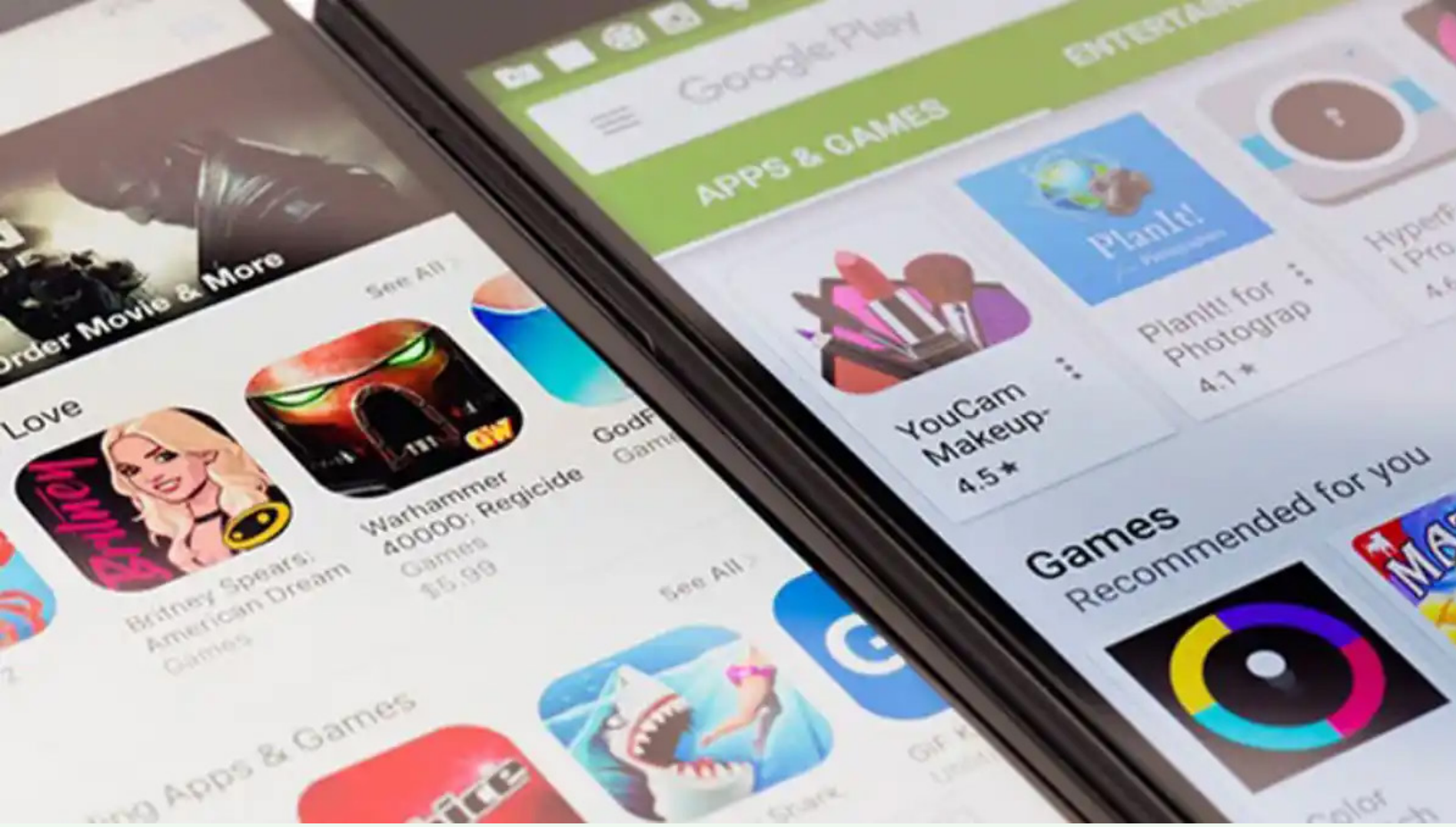

ফেসবুকের তথ্য চুরি করছিল কার্টুন অ্যাপ

স্মার্টফোনের ক্যামেরায় তোলা ছবি সরাসরি স্কেচ ও কার্টুনে রূপান্তরের প্রলোভনে ব্যবহারকারীদের ফেসবুক অ্যাকাউন্টের নাম ও পাসওয়ার্ড চুরি করছিল 'ক্র্যাফটসার্ট কার্টুন ফটো টুলস' অ্যাপ। গুগলের নিরাপত্তাব্যবস্থার চোখ এড়িয়ে প্লে স্টোরেও জায়গা করে নিয়েছিল অ্যাপটি। ফলে ব্যবহারকারীরা নিশ্চিন্তে অ্যাপটি ব্যবহার করতেন। ম্যালওয়্যার থাকার অভিযোগ পাওয়ার পর প্লে স্টোর থেকে অ্যাপটি মুছে ফেলেছে গুগল। তবে মুছে ফেলার আগে বিশ্বজুড়ে প্রায় এক লাখবার নামানো হয়েছে অ্যাপটি। ফ্রান্সে মুঠোফোনের নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান 'প্রাডেও'র একদল গবেষক জানিয়েছেন, কার্টুন তৈরির অ্যাপটিতে ফেসস্টিলার নামের ভয়ংকর ট্রোজান ম্যালওয়্যার রয়েছে। মুঠোফোনে ডাউনলোড করলেই অ্যাপটি গোপনে ব্যবহারকারীদের ফেসবুক অ্যাকাউন্টের তথ্য সংগ্রহ করতে থাকে। শুধু তা-ই নয়, স্কেচ বা কার্টুন তৈরির জন্য ব্যবহারকারীদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে ঢুকে ফেসবুকে লগইন করতে বাধ্য করে। ওয়েবসাইটটিতে ফেসবুক আইডি ও পাসওয়ার্ড লিখলেই সেটি সংগ্রহ করে হ্যাকারদের কাছে পাঠাত অ্যাপটি।

সূত্র: অ্যানড্রয়েডপুলিশ

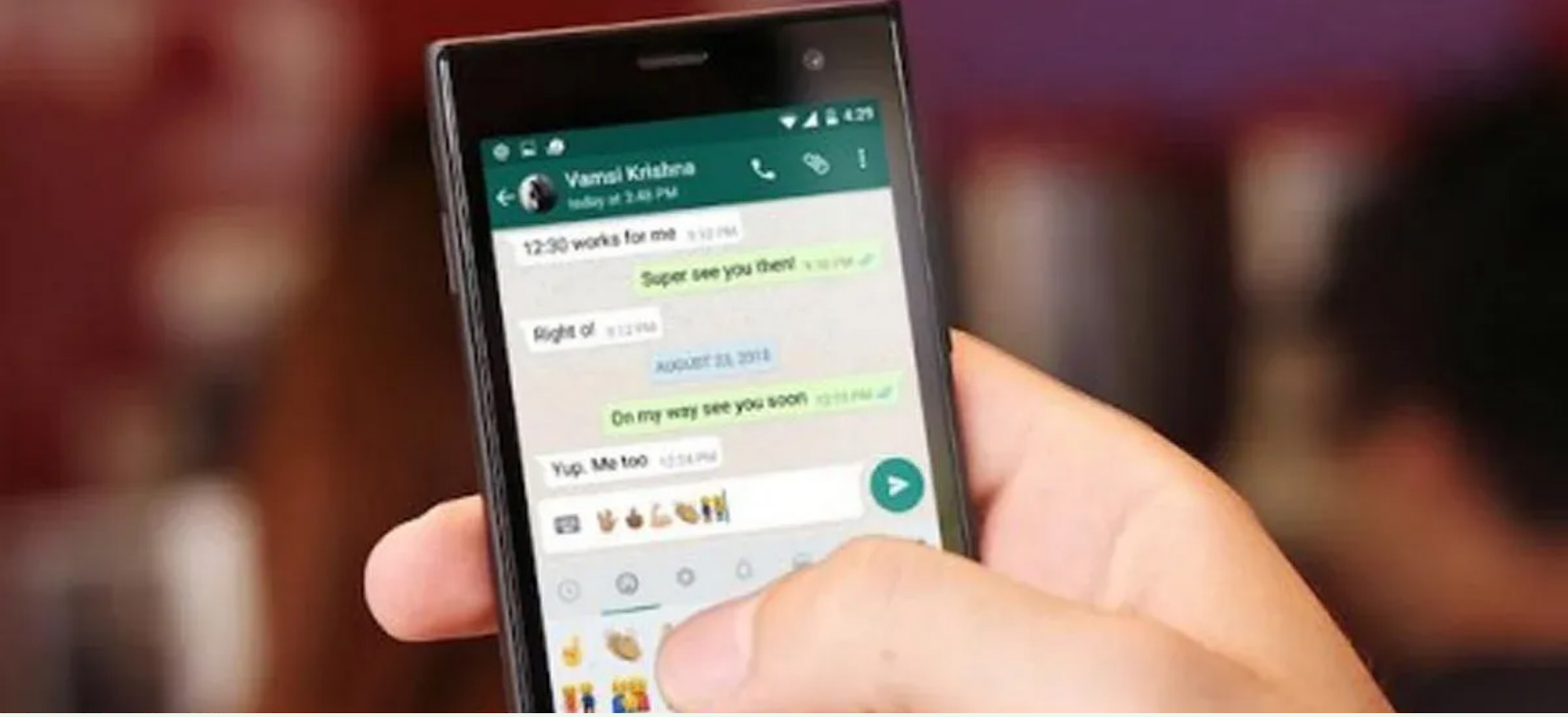

২ গিগাবাইট পর্যন্ত ফাইল পাঠানো যাবে হোয়াটসঅ্যাপে

হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীদের দীর্ঘদিনের অপেক্ষার প্রহর শেষ হতে চলেছে। বন্ধুদের সঙ্গে বার্তা বিনিময়ের পাশাপাশি শিগগিরই দুই গিগাবাইট আকারের ফাইল পাঠানোর সুযোগ মিলবে হোয়াটসঅ্যাপে। ফলে ছবির পাশাপাশি বড় আকারের ভিডিও পাঠানো যাবে ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং সেবাটিতে। বর্তমানে হোয়াটসঅ্যাপে সর্বোচ্চ ১০০ মেগাবাইট ধারণক্ষমতার ফাইল পাঠানো যায়। নতুন এ সুবিধার কার্যকারিতা পরখ করতে এরই মধ্যে আর্জেন্টিনায় বসবাসকারী নির্দিষ্টসংখ্যক ব্যবহারকারীকে পরীক্ষামূলকভাবে দুই গিগাবাইট আকারের ফাইল বিনিময়ের সুযোগ করে দিয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ। পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক হলেই কেবল বিশ্বজুড়ে এ সুবিধা চালু হবে। অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএস অপারেটিং সিস্টেমে চলা সব যন্ত্রে এ সুযোগ মিলবে। তবে কবে নাগাদ এ সুযোগ চালু হবে, তা জানায়নি হোয়াটসঅ্যাপ কর্তৃপক্ষ।

সম্প্রতি বার্তা বিনিময়ের সময় প্রতিক্রিয়া জানানোর সুযোগ চালু করেছে হোয়াটসঅ্যাপ। নতুন এ সুবিধা কাজে লাগিয়ে বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তিদের পাঠানো বার্তায় ছয় ধরনের অনুভূতি জানানো যায়। মেটার মালিকানাধীন হোয়াটসঅ্যাপে এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন সুবিধা চালু থাকায় নিরাপদে তথ্য, ছবি ও ভিডিও বিনিময় করা যায়। আর এ কারণে বিশ্বব্যাপী খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছে ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং সেবাটি।

রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ: হাইপারসোনিক মিসাইল দিয়ে অস্ত্রভাণ্ডার ধ্বংস করলো রাশিয়া

রাশিয়া বলছে, শব্দের চেয়েও দ্রুত গতিসম্পন্ন হাইপারসোনিক মিসাইল ব্যবহার করে তারা পশ্চিম ইউক্রেনের একটি ক্ষেপণাস্ত্রের ডিপো ধ্বংস করেছে।

রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইগর কোনাশেংকভ বলছেন, ইভানো-ফ্র্যাংকিভিস্ক অঞ্চলে মাটির নিচে তৈরি ইউক্রেন বাহিনীর এই অস্ত্রভাণ্ডারে মিসাইল এবং বিমান থেকে উৎক্ষপণযোগ্য গোলাবারুদ রাখা ছিল।

রুশ মিসাইল আঘাতে ডিপোটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। তবে এই দাবির সত্যতা কোন নিরপেক্ষ সূত্র থেকে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। ইউক্রেন লড়াইয়ে রাশিয়া সম্ভবত এই প্রথম হাইপারসোনিক মিসাইল ব্যবহার করলো বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বায়ুমণ্ডলের উচ্চতম স্তর দিয়ে এই মিসাইল শব্দের চেয়েও পাঁচগুণ দ্রুত গতিতে চলে।

প্রথমবারের মতো ই-সিম নিয়ে এলো গ্রামীণফোন

প্রথমবারের মতো এমবেডেড সাবস্ক্রাইবার আইডেনটিটি মডিউল সিম কার্ড বা ই-সিম ব্যবস্থা চালু করছে দেশের শীর্ষ মোবাইল অপারেটর প্রতিষ্ঠান গ্রামীনফোন।

নতুন এই সিমটি প্রচলিত প্লাস্টিকের সিমকার্ডের বদলে সরাসরি মাদারবোর্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। শুধুমাত্র ইনস্টল করা নির্দিষ্ট ডিভাইসেই এই ই-সিম ব্যবহার করা যাবে।

মঙ্গলবার (১ মার্চ) ওয়েবসাইটে দেওয়া এক বার্তায় গ্রামীণফোন জানিয়েছে, এখন থেকে গ্রামীণফোনের নতুন সিম কার্ড কেনার পাশাপাশি ব্যবহৃত নম্বরটি ই-সিম হিসেবে প্রতিস্থাপন করা যাবে। আগামী ৭ মার্চ থেকে গ্রাহকরা ই-সিম সংগ্রহ করতে পারবেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি) ইতোমধ্যে অপারেটরদের জন্য ই-সিম অনুমোদন করেছে। তবে, অল্প কিছু সংখ্যক মডেলের ডিভাইসেই ই-সিম ব্যবহার করা যাবে।

গণিত ইশকুল

সহযোগিতায়ঃ

Math Olympiad Bangladesh

ফিবোনাচ্চি দিয়ে গেলেন | গণিত ইশকুল

গণিতপ্রেমী বন্ধুরা, আশা করি তোমরা ভালো আছ। আজ আমরা গণিতের একটি মজার ধারা নিয়ে আলোচনা করব। অনেকে হয়তো নাম দেখেই বুঝে গেছ। আমরা অনেকেই হয়তো ফিবোনাচ্চিকে চিনি, আবার অনেকে নাও চিনে থাকতে পারি। তবে চিন্তা নেই। আজ আমরা তাঁর সম্পর্কেও একটু জানব, তবে মূল বিষয় হলো তাঁর আবিষ্কার 'ফিবোনাচ্চি ধারা' নিয়ে।

তবে মূল লেখায় যাওয়ার আগে বলি, আমার গতবারের লেখাটায় একটা ভুল ছিল, সেটা নিয়ে একটু কথা বলি।

সংশোধনী: 'স্বর্ণাক্ষরে সোনালি অনুপাত' নিয়ে লেখায় সোনালি অনুপাতের যে উদাহরণগুলোর কথা বলা হয়েছিল, তার অনেকগুলোই আসলে মিথ, অর্থাৎ বাস্তব নয়। এজন্য আমি খুবই দুঃখিত এবং তোমাদের সবার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। চলো, এবার আসি মূল আলোচনায়।

গণিতপ্রেমীদের কাছে একটি সুন্দর ও মজার বিষয় হলো এই ফিবোনাচ্চি ধারা। এটির আবিষ্কারক ছিলেন বিখ্যাত ইতালীয় (তাঁকে মধ্যযুগের সবচেয়ে প্রতিভাবান গণিতজ্ঞদের একজন হিসেবে বিবেচনা করা হতো) গণিতবিদ লিওনার্দো দ্য পিসা। তাঁর ডাকনাম ছিল ফিবোনাচ্চি এবং পরবর্তী সময়ে তিনি ফিবোনাচ্চি নামেই অধিক

পরিচিতি লাভ করেন। প্রথমে আসি ফিবোনাচ্চি ধারা বলতে কী বোঝায়, সে কথায়। কোনো ধারার সংখ্যাগুলোকে তার পূর্ববর্তী দুটি পদের যোগফল আকারে প্রকাশ করা গেলে তাকে ফিবোনাচ্চি ধারা বলে। এই ধারাটি (০) শূন্য থেকে শুরু হয় (তবে সব সময় যে শূন্য থেকে শুরু হবে, এমন কোনো কথা নেই, অন্য কোনো সংখ্যা থেকেও শুরু হতে পারে। যেমন নিচের উদাহরণ দুটো দেখো।

ফিবোনাচ্চি দিয়ে গেলেন গণিত ইশকুল

1, 1, 2, 3, 5, 8, ... এই ধারার আগে কিন্তু শূন্য নেই। তবে হিসাবের সময় কিন্তু আমরা মনে মনে শূন্যটা ধরে নিয়েছি। আবার এটা দেখো 5, 6, 11, 17,.... আশা করি তোমরা এবার বুঝতে পেরেছ। এই ফিবোনাচ্চি পদগুলোকে Fn দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ

F0=0,

F1=1,

F2 = F0+ F1= 0+1=1

F3 = F2+F1=1+1=2

এভাবে কোনো ফিবোনাচ্চি পদকে তার আগের দুইটি পদের সঙ্গে যোগ করার মাধ্যমে পেয়ে যেতে পারি। চলো এবার দেখি, ফিবোনাচ্চি কীভাবে এই ধারা আবিষ্কার করেছিলেন! কথিত আছে, তিনি নাকি খরগোশের বংশতালিকা দেখে এই ধারার ধারণা পেয়েছিলেন! খরগোশ প্রজন্মের পর প্রজন্ম এভাবেই বাড়তে থাকে! চলো নিজের ছবি দেখে বিষয়টা বোঝায় চেষ্টা করি।

প্রথম মাসে এক জোড়া খরগোশ থেকে দুটো (এক জোড়া) বাচ্চার জন্ম হয়। এই দুটো বাচ্চা আবার পরবর্তী কালে দুই জোড়া বাচ্চার জন্ম দেয়। এই দুই জোড়া থেকে আবার পরবর্তী সময়ে তিন জোড়া বাচ্চা হয়। এভাবে এটা চলতেই থাকে। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে,

প্রথমে 1+1=2 1+2 =3 2+3=5 আশা করি, তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ। ফিবোনাচ্চি ধারার সঙ্গে আবার সোনালি অনুপাতের সুন্দর সম্পর্ক আছে, এটি তোমরা গত সপ্তাহে প্রকাশিত 'স্বর্ণাক্ষরে সোনালি অনুপাত' লেখাটা থেকে দেখে নিতে পারো।

তবে একটা মজার তথ্য জানিয়ে রাখি। ফিবোনাচ্চি এই ধারা ১৩ শতকের শুরুর দিকে আবিষ্কার করলেও এটা ভারতীয় গণিতবিদেরা সেই ৬ শতকে থেকেই জানতেন। আমাদের জীবনে এই ফিবোনাচ্চি ধারার অনেক ব্যবহার রয়েছে। তার একটা সুন্দর উদাহরণ দেখি চলো।

আমরা এই ফিবোনাচ্চি ধারার সাহায্যে সহজেই মাইল থেকে কিলোমিটার বা কিলোমিটার থেকে মাইল হিসাব করতে পারি। আমরা প্রথমে চলো ধারার কয়েকটা পদ লিখি।1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,...

এবার মনে করো, তুমি 8 মাইল হেঁটেছ, তাহলে সেটা কত কিলোমিটার হবে? আমরা জানি 1km=0.62 miles (প্রায়)। তাহলে 8 মাইল সমান হবে প্রায় 12.90 বা 13 প্রায়। এবার কি তোমরা বিষয়টা ধরতে পেরেছ?

এটা নিয়ে যদি তোমরা আরও ঘাঁটাঘাঁটি করো, তাহলে আরও মজা পাবে এবং অনেক বিষয় তোমরা নিজেই আবিষ্কার করতে পারবে আশা করি।

আজ এখানেই শেষ করছি, তোমাদের জন্য শুভকামনা রইল।

বরেণ্য শিক্ষাবিদেরা উপাচার্য হতে আগ্রহী হন না

শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি বলেন, বরেণ্য শিক্ষাবিদদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে কাজ করতে আগ্রহী হন না।

দলীয় বিবেচনার বাইরে গিয়ে প্রকৃত শিক্ষাবিদদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্য পদে নিয়োগ দেওয়ার দাবি উঠেছে জাতীয় সংসদে। আজ মঙ্গলবার একটি বিল পাসের আলোচনায় অংশ নিয়ে বিরোধী দলের দুজন সদস্য এই দাবি জানান। তাঁরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের অনিয়ম-দুর্নীতি নিয়ে সমালোচনা করেন। এর জবাবে শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি ওই মন্তব্য করেন। আজ 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পিরোজপুর বিল-২০২২' জাতীয় সংসদে তোলেন শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি।

বিল পাসের আলোচনায় অংশ নিয়ে বিএনপির সাংসদ হারুনুর রশীদ বলেন, একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা কী। উপাচার্যরা বিদায় নিচ্ছেন, পুলিশ প্রহরায় তাঁদের ক্যাম্পাস ত্যাগ করতে হচ্ছে। সম্প্রতি রুয়েটের উপাচার্যকে নিয়ে কলঙ্কজনক তথ্য এসেছে। তিনি প্রকৃত শিক্ষাবিদদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্য নিয়োগ করার দাবি জানান।

জাতীয় পার্টির সাংসদ মুজিবুল হক বলেন, আগে উপাচার্যদের কথা শুনলে শ্রদ্ধায় মাথানত হয়ে আসত। এখন তাঁদের দুর্নীতির খবর শুনে লজ্জায় মাথানত হয়ে আসে। তাঁরা পরিবারের সদস্যদের নিয়োগ দিচ্ছেন, দুর্নীতি করছেন। তিনি দলীয় বিবেচনার বাইরে গিয়ে উপাচার্য নিয়োগ দেওয়ার দাবি জানান।

বিএনপির সাংসদ রুমিন ফারহানা বলেন, একটার পর একটা বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে। কিন্তু কর্মসংস্থান তৈরিতে এসব বিশ্ববিদ্যালয় ন্যূনতম ভূমিকা রাখছে না। তিনি বলেন, এখন সরকারি চাকরি লোভনীয়, সন্দেহ নেই। দেড়দুই বছর আগেও বিসিএস নিয়ে এত উন্মাদনা ছিল না। কারণ শিক্ষিত তরুণদের এখনকার তুলনায় ভালো চাকরির সুযোগ তখন বেশি ছিল।

বিরোধী সদস্যদের বক্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি বলেন, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্যকলাপ নিয়ে কিছু কিছু সমালোচনা আছে। যেগুলোর সত্যতাও আছে এবং সেগুলোর বিষয়ে ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু ঢালাওভাবে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে নিয়ে মন্তব্য করা সমীচীন নয়।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের জন্য যখন প্যানেল প্রস্তুত করে পাঠানো হয়, তখন কিছু বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে তালিকা করা হয়। তাঁদের একাডেমিক একসিলেন্স, গবেষণাকর্ম, বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছেন কি না এসব দেখা হয়। উপাচার্য শুধু একাডেমিক দিক দেখেন না, নেতৃত্ব দেওয়ার গুণাবলিও জরুরি। একই সঙ্গে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেছেন কি না, সেটাও দেখা হয়। এসব বিবেচনায় যাঁদের সবচেয়ে ভালো মনে করা হয়, তাঁদের নাম প্রস্তাব করা হয়।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আমাদের বরেণ্য শিক্ষকেরা আছেন, যাঁদের উপাচার্য হিসেবে পেলে গর্ব অনুভব করতাম। কিন্তু তাঁদের অনেকেই এ প্রশাসনিক দায়িত্ব নিতে আগ্রহী হন না। আমরা চাইলেও সবচেয়ে ভালো কেউ আগ্রহী হবেন, তেমন নয়।'

শিক্ষামন্ত্রীর এ বক্তব্যের জবাবে বিএনপির সাংসদ হারুন বলেন, আস্থার সংকট এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার পরিবেশ নেই বলে বরেণ্য শিক্ষাবিদেরা উপাচার্য হতে আগ্রহী হন না।

আমাদের বরেণ্য শিক্ষকেরা আছেন, যাঁদের উপাচার্য হিসেবে পেলে গর্ব অনুভব করতাম। কিন্তু তাঁদের অনেকেই এ প্রশাসনিক দায়িত্ব নিতে আগ্রহী হন না। আমরা চাইলেও সবচেয়ে ভালো কেউ আগ্রহী হবেন, তেমন নয়।

পরে কণ্ঠভোটে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পিরোজপুর বিল-২০২২' সংসদে পাস হয়। এর আগে বিলের ওপর দেওয়া সংশোধনী প্রস্তাবগুলোর নিষ্পত্তি করেন স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী।

বিলে বলা হয়েছে, পিরোজপুর সদরে এ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য এক বা একাধিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করা যাবে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই নতুন এ আইন করা হয়েছে।

বিলে আরও বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাষ্ট্রপতি চার বছর মেয়াদের জন্য দুজন সহ-উপাচার্য নিয়োগ করবেন, যাঁদের একজন একাডেমিক এবং আরেকজন প্রশাসনিক কার্যক্রম দেখবেন।

রোজায় ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত ক্লাস চলবে স্কুল-কলেজে

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও পবিত্র রমজানে ক্লাস চালিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আগামী ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত শ্রেণিকক্ষে পাঠদান চলবে।

আজ সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এক আদেশে সরকারের এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। আদেশে বলা হয়, করোনার কারণে দীর্ঘদিন শ্রেণিকক্ষে পাঠদান বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত শ্রেণিকক্ষে পাঠদান অব্যাহত রাখার অনুরোধ করা হচ্ছে।

আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

করোনার কারণে ২০২০ সালের ১৭ মার্চ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেছিল সরকার। ১৮ মাস পর গত সেপ্টেম্বরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা হয়। কিন্তু এরপর নতুন করে করোনার সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় গত ২১ জানুয়ারি আবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছুটি ঘোষণা করে সরকার, যা ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ছিল। এরপর প্রথমে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো খুলে দেওয়া হয়। পরে মার্চের প্রথম সপ্তাহে

প্রাথমিক বিদ্যালয়ও খুলে দেওয়া হয়। বর্তমানে প্রাক্ প্রাথমিকের ক্লাসও চলছে।

সাধারণত পবিত্র রমজানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছুটি থাকে। কিন্তু এবার করোনার কারণে অস্বাভাবিক ছুটির জন্য শিক্ষার্থীদের যে ক্ষতি হয়েছে, সেটি খানিকটা হলেও পুষিয়ে নিতে কিছুদিন আগে ২০ রমজান পর্যন্ত সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা রাখার ঘোষণা দেয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলার পর রমজান মাসে মাধ্যমিক ও কলেজে ক্লাসের কী হবে, তা নিয়ে কয়েক দিন আগে কলেজের অধ্যক্ষ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে বৈঠক করে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। মাউশির একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা প্রথম আলোকে বলেন, করোনার ক্ষতি কিছুটা হলেও পুষিয়ে নিতে অন্তত মধ্য রমজান পর্যন্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ খোলার পক্ষে মত দেন অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষকেরা। এই প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছিল। তার ভিত্তিতেই এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত শ্রেণিকক্ষ কার্যক্রম চালিয়ে নিতে বলা হয়েছে।

পাম তেলের দাম কমলো লিটারে ৩ টাকা

এবার খোলা পাম তেলের দাম কমল লিটারে তিন টাকা এখন থেকে প্রতি লিটার খোলা পাম অয়েলের দাম ১৩০ টাকা দামে বিক্রি হবে।

মঙ্গলবার (২২ মার্চ) বাংলাদেশ ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনারস অ্যান্ড বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিভিওআরভিএমএ) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এর আগে ৬ ফেব্রুয়ারি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় খোলা পাম অয়েলের দাম ১৩৩ টাকা নির্ধারণ করেছিল। গত ১৬ মার্চ নিত্যপণ্যের বাজারদর নিয়ন্ত্রণে রাখতে ভোজ্যতেল আমদানিতে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) ১৫% থেকে কমিয়ে ৫% করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। রবিবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম লিটার প্রতি ৮ টাকা কমায়। বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম লিটার প্রতি ১৬০ টাকা, ৫ লিটার বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম ৭৬০ টাকা এবং খোলা সয়াবিন তেলের দাম ১৩৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

JAMUNABANK

যমুনা ব্যাংকের লেনদেন বন্ধ থাকবে ৬ দিন

নতুন কোর ব্যাংকিং সফটওয়্যারে মাইগ্রেশন সম্পাদনের কারণে বেসরকারি ব্যাংক যমুনা ব্যাংক লিমিটেডের ব্যাংকিং লেনদেন ছয় দিন বন্ধ থাকবে।

মঙ্গলবার (২৯ মার্চ) বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশনের (ডিওএস) বরাতে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে অনলাইন গণমাধ্যম জাগোনিউজ।

ডিওএস জানায়, যমুনা ব্যাংক লিমিটেডের নতুন কোর ব্যাংকিং সফটওয়্যারে মাইগ্রেশনের কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আগামী ১ এপ্রিল থেকে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম সাময়িকভাবে বিরত রাখার বিষয়ে তাদের আবেদনে সম্মতি দেওয়া হয়েছে।

ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে এ সম্মতি দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।

স্কটল্যান্ডের জাদুঘরে বাংলাদেশের ফোন

যুক্তরাজ্যের একটি দ্বীপরাষ্ট্র স্কটল্যান্ড। স্কটল্যান্ডের রাজধানী এডেনবার্গে অবস্থিত স্কটল্যান্ডের জাতীয় জাদুঘরে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছে একটি ফোন। জাদঘুরের এক কোনায় গ্লাসে ঘেরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গ্যালারিতে বাংলায় লেখা 'পল্লী ফোন' নামের বোর্ডটিই যেন এক খণ্ড বাংলাদেশ।

কীভাবে একটি মুঠোফোন তথা প্রযুক্তি মানুষের জীবন বদলে দেয় এবং মানুষের আয়ের পথ খুলে দেয়, তা বিশ্ববাসীকে জানাতেই স্কটল্যান্ডের ওই গ্যালারিতে পল্লীফোনের বোর্ডটি স্থাপন করা হয়। এ বোর্ডটি সংগ্রহ করা হয় গাজীপুরের কালিয়াকৈরের মৌচাক এলাকা থেকে। সাইনবোর্ডটি তথা পল্লীফোনের ব্যবসাটি ছিল ওই এলাকার গ্রামীণ ব্যাংকের গ্রাহক সামসুন নাহারের। পল্লীফোন দিয়ে ব্যবসা করে ভাগ্যবদল করেছিল সামসুন নাহার।

স্কটল্যান্ডের জাতীয় জাদুঘরে বাংলাদেশের শোভা ছড়ানো পল্লীফোনটি ছিল গ্রামীণ টেলিকমের একটি উদ্যোগ। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের ভাগ্যোন্নয়নে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ১৯৯৭ সালে পল্লীফোন প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়।একই দিনে বাংলাদেশে যাত্রা শুরু হয় গ্রামীণফোনেরও। গ্রামীণফোনের মালিকানার সঙ্গেও যুক্ত রয়েছে গ্রামীণ টেলিকম। মূলত গ্রামীণফোনের কার্যক্রম শুরুর প্রাথমিক ধাপ ছিল পল্লীফোন। এই পল্লীফোন ভাবনা থেকেই পরবর্তী সময়ে গ্রামীণফোনের ভাবনা বা সূত্রপাত।

গত নভেম্বরে যুক্তরাজ্য সফরকালে স্কটল্যান্ডের রাজধানী এডেনবার্গ শহরটি ঘুরে দেখতে গিয়েছিলাম আমরা কয়েকজন বাংলাদেশি সাংবাদিক। এডেনবার্গ ঘুরে

দেখার অংশ হিসেবে এক সকালে হাজির হই দেশটির জাতীয় জাদুঘরে। জাদুঘর ঘুরে দেখার সময় হঠাৎ থমকে দাঁড়াই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গ্যালারির সামনে। এ থমকে দাঁড়ানোটা ছিল যতটা না আশ্চর্যের, তার চেয়ে বেশি গর্বের। এক খণ্ড বাংলাদেশের গর্ব। আর তাই ওই গ্যালারির সামনে তথা 'পল্লী ফোন' এর সাইনবোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার লোভ সামলাতে পারিনি আমরা ছয় সাংবাদিক।

কী আছে সেই সাইনবোর্ডে

সাইনবোর্ডটির এক পাশে রয়েছে নকিয়া এন৩৩১০ মডেলের ফোনসেট, অন্যপাশে বাংলায় বড় হরফে লেখা 'পল্লীফোন'। তার নিচে ছোট হরফে তিনটি লাইনে লেখা-'এখান থেকে কম খরচে দেশ-বিদেশে ফোন করা যায়। সদস্য নাম-মিসেস সামসুন নাহার, স্বামী সিরাজ উদ্দিন। কেন্দ্র ৪৭/ম, বরাব মৌচাক, কালিয়াকৈর শাখা।' সাইনবোর্ডটির কোনায় কোনায় জং ধরেছে। বোঝা যায়, অনেক দিনের পুরোনো। ইতিহাসের অংশ হয়ে গাজীপুরের কালিয়াকৈরের জং ধরা সেই সাইনবোর্ডটি এখন আলো ছড়াচ্ছে বিশ্বদরবারে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় চায় আরও পেঁয়াজ আমদানি হোক

আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতর পর্যন্ত পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি অব্যাহত রাখতে গতকাল রোববার কৃষি মন্ত্রণালয়কে চিঠি পাঠিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। পেঁয়াজ আমদানি করতে হলে কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে অনুমতি নিতে হয়, এটা আমদানি অনুমতি (ইমপোর্ট পারমিট), সংক্ষেপে আইপি নামে পরিচিত।

কৃষিসচিবের উদ্দেশে পাঠানো চিঠিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বলেছে, পেঁয়াজে আইপি দেওয়ার শেষ সময় ২৯ মার্চ (মঙ্গলবার)। আইপি দেওয়া চলমান থাকায় বাজারমূল্য সাম্প্রতিক সময়ে আগের তুলনায় স্থিতিশীল আছে। মঙ্গলবারের পর আইপি দেওয়া না হলে পেঁয়াজের বাজার আবার অস্থিতিশীল হয়ে ওঠার আশঙ্কা আছে।

যোগাযোগ করা হলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, 'পবিত্র রমজান মাসে পেঁয়াজের দাম যেন না বাড়ে, সে বিষয়ে আমরা সতর্ক। কৃষকদের কথা মাথায় রেখে আইপির একটা নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ হলে বাজারে মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা আছে। এ কারণেই আইপি অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানানো হয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়কে।'

পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে পেঁয়াজের সরবরাহ ব্যবস্থা গতিশীল রাখতে ঈদুল ফিতর পর্যন্ত আইপি দেওয়া অব্যাহত রাখতে হবে বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়। বলা হয়, বছরে পেঁয়াজের যে ২৫ লাখ টন চাহিদা আছে, তার মধ্যে রমজান মাসেরই

চাহিদা ৪ থেকে সাড়ে ৪ লাখ টন। সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ ক্ষতি ছাড়া ছয় থেকে সাত লাখ টন পর্যন্ত পর্যন্ত আমদানি করতে হয়।

ভারত হচ্ছে বিশ্বের অন্যতম পেঁয়াজ রপ্তানিকারক দেশ। ভারতের বিকল্প বাজার হিসেবে মিসর, তুরস্ক, চীন, পাকিস্তান, মিয়ানমারসহ বিভিন্ন দেশ থেকে পেঁয়াজ আনার চেষ্টা করে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের আমদানি হওয়া পেঁয়াজের প্রায় ৯৫ শতাংশই আসে ভারত থেকে।

গতকাল রোববার ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) তথ্য অনুযায়ী, রাজধানীর বাজারে পেঁয়াজের দাম কমছে। প্রতি কেজি দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৩০ থেকে ৪০ টাকা দরে। আর আমদানি করা পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ২৫ থেকে ৩৫ টাকা কেজি দরে। এক সপ্তাহ আগের তুলনায় তা ১৭ থেকে ২৫ শতাংশ কম।

খুচরা ব্যবসার জন্য এশিয়ার ওপর নির্ভর করবে রাশিয়া

ইউক্রেনে আগ্রাসনের ঘটনায় পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞায় জেরবার হয়ে যাচ্ছে রাশিয়া। এ পর্যন্ত মোট কত নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তার হিসাব কষাও সহজ কাজ নয়। এতে বিশ্ববাজার থেকে অনেকটা ছিটকে পড়ার উপক্রম হয়েছে মস্কোর। নিষেধাজ্ঞার কারণে রাশিয়া থেকে কার্যক্রম গুটিয়ে নিয়েছে বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলো। জ্বালানি, খাদ্য থেকে পোশাক সব খাতেই একই অবস্থা। এ পরিস্থিতিতে চীন, ভারত, ইরান ও তুরস্কের দিকে তাকিয়ে আছে রুশ সরকার। পশ্চিমা ব্র্যান্ডগুলোর শূন্যস্থান পূরণে এ দেশগুলোর ওপর ভরসা রাখছে রাশিয়া।

রিয়েল স্টেট ডেভেলপার, শপিং মল ও রিটেইল চেইন অপারেটরের প্রতিনিধিত্ব করে রাশিয়ান কাউন্সিল অব শপিং সেন্টারস (আরসিএসসি)। এরা সম্প্রতি জানিয়েছে, আরসিএসসি পশ্চিমা ব্র্যান্ডগুলোর বিকল্প খোঁজার বিষয়ে চারটি দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করছে। রাশিয়ায় সাময়িকভাবে কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি তালিকা দেশগুলোর সংশ্লিষ্টদের কাছে পাঠানো হয়েছে, যাতে সমতুল্য বিকল্প প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাওয়া সহজ হয়। তবে এতে সব শূন্যতা পূরণ হবে না।

তারা জানিয়েছে, একই মানের ও ডিজাইনের ব্র্যান্ডের পণ্যগুলোর শূন্যতা হয়তো আংশিকভাবে পূরণ করা সম্ভব হবে। রয়টার্স সূত্রে এই খবর পাওয়া গেছে। পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কারণে সরবরাহ ব্যবস্থাও

প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে চাইলেও রাশিয়ায় কার্যক্রম অব্যাহত রাখা অনেক সংস্থার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় রুশ নাগরিকেরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে কেনাকাটা বাড়িয়ে দিয়েছেন। সব মিলিয়ে দেশটিতে পণ্যের দামও ঊর্ধ্বমুখী। ১৮ মার্চ শেষ হওয়া সপ্তাহে দেশটিতে বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার ১৪ দশমিক ৫ শতাংশে পৌঁছেছে। ২০১৫ সালের পর এটিই সেখানে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতির রেকর্ড। এমনকি এর মধ্যে রাশিয়ায় বেশ কিছু পণ্যের ঘাটতি তৈরি হয়েছে।

দেশটির কয়েকটি অঞ্চলে চিনির দাম ৩৭ দশমিক ১ শতাংশ বেড়েছে। সারা দেশে গড়ে দাম বেড়েছে ১৪ শতাংশ। এরপরই সবচেয়ে বেশি দাম বেড়েছে পেঁয়াজের। দেশজুড়ে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে ১৩ দশমিক ৭ শতাংশ। এ ছাড়া রং, চা ও টয়লেট পেপারের দাম বেড়েছে যথাক্রমে ৪ ও ৩ শতাংশ।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আরসিএসসির বৈঠকে রুশ খুচরা বিক্রেতাদের মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে আলোচনা হয়। মেলন ফ্যাশন গ্রুপের ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর ইগর মাল্টিনস্কিকে উদ্ধৃত করে আরসিএসসি জানিয়েছে, রাশিয়ার খুচরা বিক্রেতা সংস্থাগুলোর এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো উৎপাদন ব্যয় ও উপকরণের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি। পাশাপাশি নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত অন্যান্য প্রতিবন্ধকতাও আছে।

মেলন ফ্যাশন গ্রুপ জেরিনা, বেফ্রি, লাভ রিপাবলিক ও সেলা ব্র্যান্ডের মালিক। ২০২১ সালের শেষ দিকে রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপ ও এশিয়াজুড়ে প্রতিষ্ঠানটির ৮৪৬টি স্টোর ছিল।

এদিকে রাশিয়া যুদ্ধে জড়ানোয় মধ্য এমিয়ার দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এসব দেশের অনেক মানুষ রাশিয়ায় থাকেন। ফলে তাঁদের প্রবাসী আয়ের বড় একটি অংশ আসে রাশিয়া থেকে। যুদ্ধের কারণে তাঁদের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এসব দেশ এখন বিপুল অঙ্কের প্রবাসী আয় হারাচ্ছে।